তারিখ 10 JUN 2017
পৃষ্ঠা ৬৭ কলাম ৫

সংবাদ

মুরাদনগর নার্গিস-নজরুল বিদ্যানিকেতন

এমপিওভুক্ত না হওয়ায় মানবেতর জীবনে শিক্ষক-কর্মচারীরা

প্রতিনিধি, মুরাদনগর (কুমিল্লা)

সব ধরনের শর্ত পূরণ করার পরেও কুমিল্লার মুরাদনগর উপজেলার দৌলতপুর গ্রামে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও তার স্ত্রীর নামে প্রতিষ্ঠিত নার্গিস-নজরুল বিদ্যানিকেতন এমপিওভুক্ত হয়নি। এতে শিক্ষকেরা পরিবারের সদস্যদের নিয়ে অনেক কষ্টে দিন কাটাচ্ছেন।

কুমিল্লার বিশিষ্ট নজরুল ভক্ত ও কুমিল্লা উত্তর জেলা আওয়ামী লীগের আইন বিষয়ক সম্পাদক এডভোকেট সৈয়দ তানভীর আহম্মেদ ফয়সাল বলেন, '১৯২১ সালের এপ্রিল মাসে কবি নজরুল তার বন্ধু আলী আকবর খানের সঙ্গে দৌলতপুরে আসেন। এরপর তিনি দুই মাস ১১ দিন ওই বাড়িতেই ছিলেন। তখন আলী আকবর খানের বোনের মেয়ে নার্গিস আশার খানমের সঙ্গে তার প্রেম হয়। এরপর তিনি তাকে বিয়ে করেন। ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট কবি নজরুল ও ১৯৮৪ সালের ২ মে লন্ডনে নার্গিস মারা যান। পরে এলাকাবাসী ও নার্গিসের পরিবার কবি ও তার নামে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে।'

কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের বিদ্যালয় পরিদর্শক ইলিয়াস উদ্দিন আহাম্মদ বলেন, 'এমপিওভুক্ত হওয়ার সব শর্তই বিদ্যালয়টি পূরণ করেছে। এটি এমপিওভুক্ত হওয়া প্রয়োজন।'

সম্প্রতি সরেজমিনে গিয়ে বিভিন্ন মহলের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ২০০২ সালের ২ জুলাই তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন ও শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক দৌলতপুর গ্রামে বিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ২০০৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর তিন কক্ষবিশিষ্ট বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ করা হয়। ২০০৬ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর তিন কক্ষবিশিষ্ট আরেকটি ভবন নির্মাণ করা হয়। ৮৩ শতক জমিতে এটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বিদ্যালয়টিতে বর্তমানে ৩২৭ জন শিক্ষার্থী, ১২ জন শিক্ষক ও দুজন কর্মচারী আছেন।

প্রতিষ্ঠার ১৫ বছরেও বিদ্যালয়টি এমপিওভুক্ত হয়নি। প্রধান শিক্ষক চার হাজার টাকা এবং সহকারী শিক্ষকেরা দুই হাজার টাকা করে ভাতা পাচ্ছেন। শিক্ষার্থীদের বেতন থেকেই ওই টাকা আসে।

বিদ্যালয়ের দাতা সদস্য ও সৈয়দা নার্গিস আশার খানমের ভাইয়ের ছেলে মাহবুবুল হক বলেন, '২০০২ সালে আমার বড় ভাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের অধ্যাপক মনিরুল হক ওই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ২০১১ সালে তিনি মারা যান। ভাইয়ের স্বপ্ন ছিল ফুফু (নার্গিস) ও জাতীয় কবির নামে প্রতিষ্ঠিত এ বিদ্যালয়টি এমপিওভুক্ত হবে। তার জীবদ্দশায় সেই আশা পূরণ হয়নি।' বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. জহিরুল ইসলাম বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে এ বিদ্যালয়ে আছি। এমপিওভুক্ত না হওয়ায় আমরা পরিবার নিয়ে খারাপ অবস্থায় আছি।' গত শুক্রবার সকালে মোবাইল ফোনে মুরাদনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোহাম্মদ রাসেলুল কাদের বলেন, 'বিদ্যালয়ের জায়গা নিয়ে আগে জটিলতা ছিল। ওই জটিলতা কেটে গেছে। এখন আমরা চেষ্টা করছি, বিদ্যালয়টি যেন এমপিওভুক্ত হয়।'